পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্তের প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৬	৬	-	-	-	১		১	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ৬টি

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারনঃ অর্থ ছাড়ে বিলম্ব, সঠিক সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু না করার জন্য।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

	সমস্যা		সুপারিশ
১.	ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন কাজে যথাযথ পরিচর্যার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।রোপনকৃত বিভিন্ন বয়সের চারা গুলোতে উইডিং/ আগাছা বাছাই, দো-ডালা কাটা, ডাল পালা ছাটাই, এর অভাবে গাছের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।	১.	রোপনকৃত বিভিন্ন বয়সের চারা গুলোতে আগাছা বাছাই, ডাল পালা ছাটাসহ নিয়মিত পরিচর্যার বিষয়ে মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে নির্দেশনা দিতে পারে ;
২.	প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ও বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে স্থানীয় বন বিভাগের মনিটরিং এর অভাব রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার ও স্থানীয় উপকারভোগীদের মধ্যে বাগান রক্ষনাবেক্ষণের বিষয়ে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয় না। ফলে উপকারভোগীদের মাঝে বাগানের উপর মালিকানা তৈরি হচ্ছে না ।	২.	বন বিভাগের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করে স্থানীয় উপকারভোগীদের সাথে বাগান রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে নিয়মিত সভা আয়োজন করা যেতে পারে। স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র উপকারভোগীগনের মাঝে দ্রুত বিতরণ করা যেতে পারে।
৩.	কয়েকটি বাগানের Starting & Ending এ Gap পরিলক্ষিত হয়েছে। কিছু কিছু বাগানের মধ্যস্থানেও অল্প বিস্তর খালি জায়গা পরিলক্ষিত হয়ছে। ফলে সৃজিত বাগান থেকে শতভাগ সুবিধা পাওয়া যাবে না;		Starting & Ending Gap এ দ্রুত চারা রোপণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ বাগানের মধ্যস্থানেও যে সমস্ত খালি জায়গা রয়েছে সেখানে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ চারা রোপণ করে সৃজিত বাগান থেকে শতভাগ সুবিধা পাওয়ার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
৪.	স্থানীয় সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও তাদের কোন ডাটা বেইজ তৈরী হয়নি। ফলে সংস্থার প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহনকারীর নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল নং ইত্যাদি তথ্য সংস্বলিত ডাটা বেইজ না থাকায় এর সত্যতা যাচাই করা যায়নি;		প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ডাটা বেইজ (নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নং, মোবাইল নং ও ছবিসহ) সংশ্লিষ্ট সংস্থার website এ সংযোজন করতে হবে;

চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকার ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১। প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকার ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বন অধিদপ্তর।
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ।
৪। প্রকল্পের এলাকা : চট্টগ্রাম জেলার মিরেরসরাই, সীতাকুন্ড, হাটহাজারী, রাঙ্গুনিয়া ও ফটিকছড়ি।
৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০৭০.৩৭৩	২২৬১.৫৯৭	২২৫৯.৬৭	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩	৯.১৪%	-

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	ভ্রমণ ভাতা	থোক	থোক	৫.০০	১০০%	৫.০০ (১০০%)
২।	ডাক	থোক	থোক	০.০৫	১০০%	০.০৫ (১০০%)
৩।	টেলিফোন	থোক	থোক	১.০০	১০০%	০.২৭৪ (২৭.৪০%)
৪।	বিদ্যুৎ বিল	থোক	থোক	১.৫০	১০০%	১.৫০ (১০০%)
৫।	জ্বালানী ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	থোক	৫.০০	১০০%	৫.০০ (১০০%)
৬।	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	থোক	২.০০	১০০%	২.০০ (১০০%)
৭।	ষ্টেশনারী	থোক	থোক	২.৫০	১০০%	২.৫০ (১০০%)
৮।	প্রচার ও প্রকাশনা	থোক	থোক	২.০০	১০০%	২.০০ (১০০%)
৯।	সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ	জন	৯০০০	৩০.০০	৯০০ (১০০)%	২৯.১৮১ (৯৭.২৭%)
১০।	মোটরযান মেরামত	থোক	থোক	৪.১৮	১০০%	৪.১৮ (১০০%)
১১।	কম্পিউটার ও অন্যান্য সামগ্রী	থোক	থোক	১.০০	১০০%	১.০০ (১০০%)
১২।	যন্ত্রপাতি ও বিবিধ	থোক	থোক	১.০০	১০০%	১.০০ (১০০%)
১৩।	আবাসিক ভবন	থোক	থোক	১.০০	১০০%	১.০০ (১০০%)
১৪।	অনাবাসিক ভবন	থোক	থোক	১.০০	১০০%	১.০০ (১০০%)
১৫।	অন্যান্য মেরামত	থোক	থোক	০.৫০	১০০%	০.৫০ (১০০%)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৬।	অফিস ও নার্সারী যন্ত্রপাতি	থোক	থোক	১.০০	১০০%	১.০০ (১০০%)
১৭।	কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	২	১.৬০	১০০%	১.৬০ (১০০%)
১৮।	ফটোকপিয়ার ক্রয়	সংখ্যা	২	২.০০	২টি (১০০%)	২.০০ (১০০%)
১৯।	দীর্ঘমেয়াদী মিশ্র বাগান (চাপালিশ, মেহগনি, সাল, তুন)	হেঃ	১০০০ হেক্টর ২২.০৬ লক্ষ চারা	৩৯১.৪১৮	১০০%	৩৯১.৩৭৯ (৯৯.৯৯%)
২০।	দীর্ঘ মেয়াদী সেগুন গাছ/বাগান	হেঃ	৫০০ হেক্টর ১৫ লক্ষ চারা	১৬৫.৭৬৮	১০০%	১৬৫.৭৬৮ (১০০%)
২১।	স্বল্পমেয়াদী বাগান	হেঃ	২৫০০ হেঃ ৭৫ লক্ষ চারা	১২০১.২৮৫	১০০%	১২০১.২৮৫ (১০০%)
২২।	জ্বালানী কাঠের বাগান	হেঃ	১০০০ হেঃ ২৫ লক্ষ চারা	৪১৮.১০	১০০%	৪১৮.১০ (১০০%)
২৩।	পুরাতন বাগান রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	২১.৬৯৬	১০০%	২১.৬৯৬ (১০০%)
২৪	অন্যান্য	থোক	থোক	১.০০	১০০%	১.০০ (১০০%)
	মোট (রাজস্ব+মূলধন)			**২২৬১.৫৯৭**	১০০%	২২৫৯.৬৭ (৯৯.৯১%)

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় , ডিপিপি’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।

৯। **প্রকল্পের পটভুমি, উদ্দেশ্য ও মুল কার্যক্রমঃ**

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ** চট্টগ্রামের পাহাড়তলী হতে মিরেরসরাই পর্যন্ত উত্তর- দক্ষিণে বিস্তৃত বন এলাকা। এ পাহাড়ী বন এলাকা রামগড়-সীতাকুন্ড ‘রিজার্ভড ফরেষ্ট’ (সংরক্ষিত বন) নামে স্থানীয়ভাবে পরিচিত। এ পাহাড় শ্রেণী গড়ে ১৫০ ফুট উঁচু এবং অধিকাংশই খাড়া। পাহাড়তলী হতে মিরেরসরাই পর্যন্ত এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার স্থানীয় জনগণের কাঠ, জ্বালানী, খুটি ও ছাউনীর চাহিদা পূরণে বন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া গ্রামীণ কুটির শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও চাষাবাদের উপকরণ প্রাপ্তি, মাটির ক্ষয়রোধ ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়নেও এ অঞ্চলের বনায়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে ।

উল্লেখ্য **চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকার ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন** নামে জুলাই, ২০০২ হতে জুন, ২০০৭ মেয়াদে ১ম পর্যায়ের প্রকল্পে মোট ৫,০০০ হাজার হেক্টর পাহাড়ী এলাকায় স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল । প্রথম পর্যায়ে বনায়নের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী ও স্বল্প মেয়াদী জ্বালানী কাঠের এবং সেগুন কাঠের বাগান সৃজন করা হয়েছিল। এ সমস্ত বাগান পর্যায়ক্রমে ৮,১৮ ও ৪০ বৎসর মেয়াদ পূর্তিতে কর্তন করার জন্য নির্ধারিত । সামাজিক বনায়ন নীতিমালা অনুযায়ী বনজ সম্পদের শতকরা ৫৫ ভাগ স্থানীয় উপকারভোগীগণ প্রাপ্য হবে।

পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বনায়নের মাধ্যমে বনজসম্পদ সৃষ্টি করে পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিষয়োক্ত প্রকল্পটি ২০৭০.৩৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন, ২০১৩ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়েছিল।

৯.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

(ক) বৃক্ষশূন্য পাহাড়ী এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে বনজসম্পদ সৃজন ;
(খ) কাঠ ও কাষ্ঠজাত শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ ;
(গ) অংশীদারিত্বমূলক বনায়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং
(ঘ) মাটির ক্ষয়রোধ ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন।

৯.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ১০০০ হেক্টরের দীর্ঘ মেয়াদী মিশ্র বাগান সৃজন ;
- ৫০০ হেক্টরের দীর্ঘ মেয়াদী সেগুন বাগান সৃজন ;
- ২৫০০ হেক্টরের স্বল্প মেয়াদী বাগান সৃজন ;
- ১০০০ হেক্টরের জ্বালানী কাঠের বাগান সৃজন এবং
- সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৯.৪। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ প্রকল্পটি ১৫/৭/২০০৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ২০৭০.৩৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে চারা উত্তোলন, বাগান সৃজন ও রক্ষনাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির কারণে ৯.২৩% ব্যয় বৃদ্দি করে ২২৬১.৫৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) সভার সুপারিশ অনুযায়ী মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী কর্তৃক গত ১১/০১/২০১১ তারিখে মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী অনুমোদন করা হয়।

৯.৫। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৮-২০০৯	২০.০০	২০.০০	-	২০.০০	১৯.৮৫	১৯.৮৫	-
২০০৯-২০১০	৩৮৪.০০	৩৮৪.০০	-	৩৮৪.০০	৩৮৪.০০	৩৮৪.০০	-
২০১০-২০১১	৬১৯.০০	৬১৯.০০	-	৬১৮.৭৮৮	৬১৮.৫৬২	৬১৮.৫৬২	-
২০১১-২০১২	৬৬৭.০০	৬৬৭.০০	-	৬৬৬.৭৮৬	৬৬৬.৬৬৮	৬৬৬.৬৬৮	-
২০১২-২০১৩	৫৭১.০০	৫৭১.০০	-	৫৭০.৭৮৭	৫৭০.৮৫	৫৭০.৫৯	-
মোট	২২৬১.০০	২২৬১.০০	-	২২৬০.৩৬১	২২৫৯.৯৩	২২৫৯.৬৭	-

৯.৬। মুল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) t_ প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৯.৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম	খন্ডকালীন	২০/৭/২০০৮ হতে ১৩/৯/২০০৯ পর্যন্ত
২। জনাব মোঃ সফিউল আলম চৌধুরী বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম	খন্ডকালীন	১৩/০৯/২০০৯ হতে ২৪/০৩/২০১৩ পর্যন্ত।
৩। জনাব মোঃ আকবর হোসেন বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম	খন্ডকালীন	২৪/০৩/২০১৩ হতে প্রকল্প জুন, ২০১৩ পর্যন্ত

১০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকার ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী অন্যতম কাজ ছিল ৪(চার) ধরণের মোট ৫০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন করা । প্রকল্প মেয়াদে মোট ৫০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন করা হয়েছে । ২২/০৫/২০১৪ তারিখে প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রনয়ণকালীন পিসিআরটি ভুল তথ্য সম্বলিত পরিলক্ষিত হয় ।

এ বিষয়ে একাধিকবার মৌখিক যোগাযোগ করে সংশোধিত পিসিআর না পেয়ে ০২/৭/২০১৪ তারিখে পিসিআর সংশোধনপূর্বক প্রেরণ করার জন্য এ বিভাগ থেকে পত্র দেয়া হয়। সংশোধিত পিসিআর না পাওয়ায় গত ১৯/৮/২০১৪ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫/৮/২০১৪ তারিখে পিসিআরের সংশোধিত কপি এ বিভাগে পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের সরবরাহকৃত তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট বিট অফিসের জার্নাল পর্যবেক্ষণ করে বনায়নের নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

১০.১। **দীর্ঘ মেয়াদী মিশ্র বাগানঃ**

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকায় ন্যাড়া পাহাড়গুলোতে ১০০০ হেক্টর দীর্ঘ মেয়াদী মিশ্র বাগান বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে। মিশ্র বাগানের মধ্যে যে সব প্রজাতির বৃক্ষ রয়েছে তার মধ্যে চাপালিশ, মেহগনি, শাল, তুন, গর্জন, অন্যতম। চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যে দেখা যায়, ১০০০ হেক্টর দীর্ঘ মেয়াদী মিশ্র বাগানে মোট চারার সংখ্যা ২২.০৬ লক্ষ যা পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদের ২০০৮/০৯ থেকে ২০১২/১৩ অর্থ বছরে এ বনায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার হাটহাজারী বিটের আওতায় সৃজিত দীর্ঘমেয়াদী মিশ্র বাগান পরিদর্শন করা হয়। এ বাগান পরিদর্শনকালে দেখা যায়, ২/৩ বৎসর বয়সের গাছের চারাগুলো প্রায় ৫ থেকে সাড়ে ৫ ফুট উচ্চতার হয়েছে।

হাটহাজারী উপজেলার সদর থেকে প্রায় ২৫/৩০ কিঃমিঃ দূরে হাটহাজারী বিটের বনায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সমতল ভূমি থেকে ১০০/১২০ ফিট উচ্চতার ন্যাড়া পাহাড়ে এ বনায়ন করা হয়েছে। ২০১২/১৩ অর্থ বছরের বনায়নকৃত চারা গাছ গুলোর বৃদ্ধি তুলনামূলক কম। পাহাড়ের উচ্চতায় অধিক তাপমাত্রার কারণে এবং সময়মতো বৃষ্টি না হওয়ায় বৃদ্ধি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে বলে জানা যায় । গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার পিছনে এর যথাযথ পরিচর্চার অভাব ও পরিলক্ষিত হয়েছে।রোপনকৃত এক বছর বয়সের চারাগুলো উইডিং এর অভাবে বৃদ্ধি পাওয়া বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এছাড়া সৃজিত বাগান বিদ্যমান স্থানীয় বন বিভাগ কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং এর অভাব রয়েছে।

১০.২। **দীর্ঘ মেয়াদী সেগুন বাগানঃ**

প্রকল্প মেয়াদে চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগে ৫০০ হেক্টর ন্যাড়া পাহাড় এলাকায় সেগুন বাগান বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে। পিসিআর পর্যালোচনা এবং চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায়, ৫০০ হেক্টর ন্যাড়া পাহাড়ে ১৫ লক্ষ সেগুন চারার বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায়, সেগুন চারা বৃদ্ধি তুলনামূলক ভাল এবং গড়ে জীবিত চারার হার ৮০-৮৫%।

১০.৩। **স্বল্প মেয়াদী বাগানঃ**

বিভিন্ন প্রজাতির যেমন; আকাশমনি, গামা, হরিতকি, আমলকি, কদম, চিকরাশি চারা রোপনের মাধ্যমে ২৫০০ হেক্টর ন্যাড়া পাহাড় এলাকা জুড়ে প্রায় ৭৫ লক্ষ চারার স্বল্প মেয়াদী বাগান সৃজন সম্পন্ন হয়েছে। বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, স্বল্প মেয়াদী বাগানের গাছ ৮/১০ বৎসর পরে কাটা যাবে। চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় সুবিধাভোগীরা এ বনায়নের বাগান থেকে সামাজিক বনায়ন নীতিমালা অনুযায়ী ৫৫% লভ্যাংশ পাবে।

১০.৪। **জ্বালানী কাঠের বাগানঃ**

চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের ন্যাড়া পাহাড় এলাকায় ১০০০ হেক্টর জমিতে কদম, রেইনট্রি, মিনজিয়াম প্রজাতির ২৫ লক্ষ চারা রোপণের মাধ্যমে জ্বালানী কাঠের বাগান সৃজন করা হয়েছে। জীবিত চারার শতকরা হার আনুমানিক ৮৫%। মৃত চারার ফলে যে শূন্যস্থান তৈরী হয়েছে তা এখনও পূরণ করা হয়নি। শূন্যস্থান ((Gap Filling) করে শতভাগ চারা রোপন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১০.৫। **সুবিধাভোগীদের সাথে চুক্তিপত্রঃ**

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী উপকারভোগী নির্বাচনপূর্বক সামাজিক বনায়ন বিধিমালা/২০০৪ এর বিধি-২৪ এর ভিত্তিতে বন বিভাগের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা। উপকারভোগীগণ আগাছা বাছাই, দো-ডালা কাটা, ডাল পালা ছাটাই, গাছ চুরি রোধ এবং বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং এজন্য তারা বনায়ন থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটা অংশ পাবেন। বনায়ন নীতিমালা অনুযায়ী উপকার ভোগী ৫৫%, টি ফার্মিং ফান্ড ১০%, ভুমি মালিক সংস্থা ২০%, বন অধিদপ্তর ১০%, ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা ৫% পাবে। এ বিষয়ে স্থানীয় বন বিভাগ জানায়, উপকারভোগীদের তালিকা তৈরী করে তা জেলা/উপজেলা ‘পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি’ কর্তৃক অনুমোদন করে চুক্তিপত্র উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তবে সরজমিন পরিদর্শনকালে কোন উপকারভোগী উপস্থিত থেকে চুক্তিপত্রের কপি দেখাতে পারেননি।

১০.৬। সুবিধাভোগীদের সাথে প্রশিক্ষণঃ

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণের সংস্থান ছিল। বনায়নে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে জানানো হয়, বীজতলায় চারা তৈরী, বাগান রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৯০০০ জন উপকারভোগীদের ০৩ (তিন) দিন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

১১। বনায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণঃ

চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের অধীন চট্টগ্রামে ন্যাড়া পাহাড়ের মোট আয়তন ১৭৮১০.০ হেক্টর। যার মধ্যে প্রকল্পের ১ম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৬ শতাংশ ন্যাড়া পাহাড় এলাকায় বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বনায়ন নীতিমালা অনুযায়ী সংস্থা কর্তৃক আহরিত (১০ শতাংশ) Tree Farming Fund (TFF) এবং সংস্থার নিজস্ব আয় থেকে অবশিষ্ট ন্যাড়া পাহাড় এলাকায় বনায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১২। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় প্রকল্পের আওতায় উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৩। প্রকল্পের প্রভাবঃ

চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের মিরেরসরাই, কুমিরা, বারৈয়াঢালা, হাটহাজারী, ইছামতি এবং হাজারীখিল রেঞ্জ এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বৃক্ষশূন্য পাহাড়ী এলাকায় ৫০০০ হেক্টর ব্যাপী মোট ১৩৭.০৬ লক্ষ চারার বাগান সৃজন করা হয়েছে। তার মধ্যে গড়ে প্রায় ৮০-৮৫% চারা বর্তমানে জীবিত আছে। বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, ন্যাড়া পাহাড়ের উচ্চতায় এ বনায়ন থেকে ২০/২৫ বৎসর পর যে বনজ সম্পদ (Wood Value) সৃষ্টি হবে তার আনুমানিক আর্থিক মূল্য ৪(চার) শত কোটি টাকা। তাছাড়া এ বনায়ন থেকে কাঠ ও কাঠজাত শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ করা যাবে। বনায়ন থেকে স্থানীয় সুবিধাভোগী ৫৫% হারে আর্থিক সুবিধা পেয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবে। সর্বোপরি মাটির ক্ষয়রোধ ও পানি ধারণ ক্ষমতাবৃদ্ধিসহ উক্ত এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত	মন্তব্য
(ক) বৃক্ষশূন্য পাহাড়ী এলাকায় বনায়নের মাধ্যমে বনজসম্পদ সৃজন। (খ) কাঠ ও কাষ্ঠজাত শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ। (গ) অংশীদারিত্বমূলক বনায়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। (ঘ) মাটির ক্ষয়রোধ ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন।	(ক) ৫০০০ হেঃ বৃক্ষশূন্য পাহাড়ী এলাকায় ৫০০০ হেঃ বনায়নের মাধ্যমে বনজসম্পদ সৃজন সম্পন্ন। (খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কাঠ ও কাষ্ঠজাত শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ করা সম্ভব হবে। (গ) সুবিধাভোগী স্থানীয় জনগণ অংশীদারিত্বমূলক বনায়নের মাধ্যমে সুফল পাবে। (ঘ) ন্যাড়া পাহাড়ে বৃক্ষশূন্য স্থানে ৫০০০ হেক্টর বনায়নের ফলে মাটির ক্ষয়রোধ ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন হচ্ছে।	প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় অনুমোদিত ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৫। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৫.১। ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন কাজে যথাযথ পরিচর্যার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।রোপনকৃত বিভিন্ন বয়সের চারা গুলোতে উইডিং/ আগাছা বাছাই, দো-ডালা কাটা, ডাল পালা ছাটাই, এর অভাবে গাছের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

১৫.২। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ও বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে স্থানীয় বন বিভাগের মনিটরিং এর অভাব রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার ও স্থানীয় উপকারভোগীদের মধ্যে বাগান রক্ষনাবেক্ষণের বিষয়ে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয় না। ফলেউপকারভোগীদের মাঝে বাগানের উপর মালিকানা তৈরি হচ্ছে না ।

১৫.৩। সামাজিক বনায়ন বিধিমালা/২০০৪ এর বিধি-২৪ এর ভিত্তিতে বন বিভাগের সাথে উপকারভোগীগনের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর ও স্বাক্ষরিত চুক্তি বিতরণ করার কথা থাকলেও স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র উপকারভোগীগনের মাঝে বিতরণ করা হয়নি ।

১৬। **সুপারিশঃ**

১৬.১। রোপনকৃত বিভিন্ন বয়সের চারা গুলোতে আগাছা বাছাই, ডাল পালা ছাটাসহ নিয়মিত পরিচর্যার বিষয়ে মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে নির্দেশনা দিতে পারে ;

১৬.২ । বন বিভাগের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করে স্থানীয় উপকারভোগীদের সাথে বাগান রক্ষনাবেক্ষণের বিষয়ে নিয়মিত সভা আয়োজন করা যেতে পারে ;

১৬.৩ । স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র উপকারভোগীগণের মাঝে দ্রুত বিতরণ করা যেতে পারে ;

১৬.৪। শুন্যস্থানে নতুন করে চারা রোপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ;

১৬.৫ । দেশে যদি আরো ন্যাড়া পাহাড় থাকে সেখানে বনায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে ।

১৬.৬। শুষ্ক মৌসুমে (যদি সম্ভব হয়) বনায়ন এলাকায় সেচ/পানি দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় বনায়নের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন (১ম সংশোধিত)
সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১। প্রকল্পের নাম : বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় বনায়নের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন (১ম সংশোধিত)
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বন অধিদপ্তর।
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ।
৪। প্রকল্প এলাকা : বৃহত্তর রাজশাহী (রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইনাবাবগঞ্জ, নওগাঁ) ও বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা (কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা)।
৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত (১ম সংশোধিত)		মূল	সংশোধিত (১ম সংশোধিত)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩১৯.৫৯	১৫৫০.০০	১৫৪৯.৮৯	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩	**২৩০.৩ (১৭%)**	-

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন :** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন : অনুমোদিত ডিপিপি এবং পিসিআরের তথ্য অনুযায়ী**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	৭.০০	থোক (১০০)	৭.০০ (১০০)
২।	স্টেশনারী	থোক	থোক	৫.৭৫	থোক (১০০)	৫.৭৫ (১০০)
৩।	প্রচার-প্রকাশনা, বিজ্ঞপ্তি	থোক	থোক	৮.৩৪০	থোক (১০০)	৮.৩৪০ (১০০)
৪।	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩৩৩২	১৬.৬৬০	৩৩৩২ (১০০)	১৬.৬৬০ (১০০)
৫।	অন্যান্য ব্যয়	থোক	থোক	৬.১০০	থোক (১০০)	৫.৯৯ (৯৮.২০)
৬।	মোটর যান মেরামত	সংখ্যা	জীপগাড়ী ২টি, মোটরসাইকেল ১৫টি	২.০০০	জীপগাড়ী ২টি, মোটরসাইকেল ১৫টি (১০০)	২.০০০ (১০০)
৭।	কম্পিউটার ও অফিস ইক্যুইপমেন্ট	থোক	থোক	১.০০০	থোক (১০০)	১.০০০ (১০০)
৮।	ইক্যুইপমেন্ট এন্ড টুল্স	থোক	থোক	০.৫০০	থোক (১০০)	০.৫০০ (১০০)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৯।	অফিস ভবন মেরামত/নির্মাণ	সংখ্যা	৬	১.০০০	৬ (১০০)	১.০০০ (১০০)
১০।	অন্যান্য ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	৯	০.৯৬০	৯ (১০০)	০.৯৬০ (১০০)
১১।	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	৯	৭.২০০	৯ (১০০)	৭.২০০ (১০০)
১২।	বাই সাইকেল	সংখ্যা	৩৫	২.১০০	৩৫ (১০০)	২.১০০ (১০০)
১৩।	খয়ের প্রদর্শণী প্লট	একর	৫.০	২.৬৫০	৫.০ (১০০)	২.৬৫০ (১০০)
১৪।	খয়ের বাগান সৃজন	সংখ্যা	২.০ লক্ষ চারা	৬৮.৮৮০	২.০ লক্ষ চারা (১০০)	৬৮.৮৮০ (১০০)
১৫।	লাক্ষা প্রদর্শণী প্লট	একর	৫.০	২.৬৫০	৫.০ (১০০)	২.৬৫০ (১০০)
১৬।	লাক্ষা বাগান সৃজন	লক্ষ	১.০ লক্ষ চারা	৪৪.৬০০	১.০ লক্ষ চারা (১০০)	৪৪.৬০০ (১০০)
১৭।	আম বাগান সৃজন	লক্ষ	২.৩০ লক্ষ চারা	২৯৭.৪১০	২.৩০ লক্ষ চারা (১০০)	২৯৭.৪১০ (১০০)
১৮।	স্ট্রিপ বাগান সৃজন	কিঃমিঃ	১১২০	৫৪৫.৮৩০	১১২০ (১০০)	৫৪৫.৮৩০ (১০০)
১৯।	চর বনায়ন	হেঃ	২৪৫.০	১৮০.১৬০	২৪৫.০ (১০০)	১৮০.১৬০ (১০০)
২০।	স্বল্প আবর্তের (এস আর বনায়ন)	হেঃ	৪৫.০	৩৪.৬০০	৪৫.০ (১০০)	৩৪.৬০০ (১০০)
২১।	গালিজ বনায়ন	কিঃমিঃ	২০০.০	৯৫.৮৬০	২০০.০ (১০০)	৯৫.৮৬০ (১০০)
২২।	হনুমান, পাখির জন্য ফলজ বৃক্ষের বনায়ন	লক্ষ	০.৩০	১৫.৩৫০	০.৩০ (১০০)	১৫.৩৫০ (১০০)
২৩।	রাস্তার ধারে বেত বাগান সৃজন	কিঃমিঃ	১০.০	১.৬৩০	১০.০ (১০০)	১.৬৩০ (১০০)
২৪।	কবর স্থানে বনায়ন	লক্ষ	১.৭০ লক্ষ চারা	৪৭.৩৮০	১.৭০ লক্ষ চারা (১০০)	৪৭.৩৮০ (১০০)
২৫।	প্রান্তিক ভূমি ও বসতবাড়িতে খেজুর, তাল, ফলদ ও বনজ বাগান সৃজন	লক্ষ	৪.৭৫	১৩৪.০৬০	৪.৭৫ (১০০)	১৩৪.০৬০ (১০০)
২৬।	বিক্রয়ের জন্য চারা উত্তোলন (ফলদ, কাঠ, ভেষজ)	লক্ষ	১.৪৫	৬.৩০০	১.৪৫ (১০০)	৬.৩০০ (১০০)
২৭।	বিক্রয়ের জন্য সুপারী/খেজুর চারা উত্তোলন	সংখ্যা	থোক	১.০৫০	থোক (১০০)	১.০৫০ (১০০)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ	অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২৮।	বিক্রয়ের জন্য মোথা (ষ্ট্যাম্প) উত্তোলন	সংখ্যা	১.৮০ লক্ষ	১.২৫০	১.৮০ লক্ষ (১০০)	১.২৫০ (১০০)
২৯।	সামাজিক বনায়ন নার্সারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উন্নয়ন	সংখ্যা	৫	৫.০০০	৫ (১০০)	৫.০০০ (১০০)
৩০।	সোস্যাল ফরেস্ট্রী প্লান্টেশন সেন্টারের উন্নয়ন	সংখ্যা	১০	৫.০০০	১০ (১০০)	৫.০০০ (১০০)
৩১।	কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ	রানিং ফুট	১৬৬.০	১.৭৫০	১৬৬.০ (১০০)	১.৭৫০ (১০০)
	সর্বমোট			১৫৫০.০০	১০০	১৫৪৯.৮৯ (৯৯.৯৯)

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ :** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্য, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম :**

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি :**

আম রাজশাহী অঞ্চলের জন্য একটি অর্থকরী ফসল। বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় বাণিজ্যিকভাবে আম উৎপাদন হয়ে থাকে। প্রতি বছর দেশের মোট চাহিদার সিংহভাগ আম এ অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ২.৩০ লক্ষ চারার আম বাগান সৃজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ এলাকায় ব্যাপকভাবে আম চাষ করা হয় এবং আম চাষ সম্প্রসারণের আরো সুযোগ রয়েছে।

বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় লাক্ষা ও খয়ের গাছ প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। সময়ের পরিক্রমায় বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার চাপে এসব গাছ বিলুপ্ত হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। একই সাথে এসব গাছ নির্ভর কুটির শিল্পের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে । এর ফলে এসব শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষ শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ছে। দেশে লাক্ষা ও খয়ের সামগ্রীর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে প্রতি বছর দেশে ১২ (বার) শত টন লাক্ষা ও ১ (এক) হাজার টন খয়ের এর চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে দেশে চাহিদার অংশ বিশেষ উৎপাদিত হয়। অবশিষ্ট চাহিদা মূলতঃ ভারত থেকে আমদানির মাধ্যমে মেটানো হয়।

বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় ১৯৮০-১৯৮১ থেকে ২০০৫-২০০৬ সময় কালে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন করা হয়েছিল। এসব বাগানের পরিপক্ক গাছ বিক্রয়ের মাধ্যমে উপকারভোগী/ অংশগ্রহণকারীরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলায় বন বিভাগের বনভূমি নেই। এখানে বনায়নের জন্য প্রান্তিকভূমি, বেসরকারিভূমি এবং অন্যান্য সংস্থা যেমন রেলওয়ে, সড়ক ও জনপথ সংস্থার ভূমি রয়েছে। সম্প্রতি জেলা প্রশাসক কিছু চরভূমি বনায়নের জন্য বন অধিদপ্তরের নিকট ন্যস্ত করেছেন। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

৯.২। **<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য :</u>**

(১) কাঠ, ফলদ, বিলুপ্ত প্রায় এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ রোপণ;
(২) লাক্ষা ও খয়ের উৎপাদন কারখানায় কাঁচামাল সরবরাহ এবং এগুলো বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষাকরণ;
(৩) দারিদ্র্য নিরসনকল্পে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থাকরণ;
(৪) অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে পতিত ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার ; এবং
(৫) স্থানীয় জনগনের মধ্যে বিতরণের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের চারা উত্তোলন।

৯.৩। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

- ৩৩৩২ জন স্থানীয় নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ;
- লাক্ষা ও খয়ের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন;
- বাগান সৃজন, খয়ের (২ লক্ষ চারা), লাক্ষা (১ লক্ষ চারা),আম বাগান (২ লক্ষ ৩০ হাজার চারা) ;

- স্ট্রীপ বাগান (১১২০ কিঃমিঃ) সৃজন,চর বনায়ন (৪৮০ হেঃ), বানরের জন্য ফলদ বৃক্ষের বনায়ন (৬০ হাজার চারা);
- গালিজ বনায়ন (২০০ কিঃমিঃ);
- পতিত ভূমি ও বসতবাড়ীতে খেজুর, তাল, ফলদ ও কাঠ বাগান সৃজন (১৬ লক্ষ চারা);
- বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির ৩.৭৫ লক্ষ চারা উত্তোলন;

১০। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :

প্রকল্পটি ০৮/০৭/২০০৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ১৩১৯.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৮ হতে জুন'২০১৩ পর্যন্ত। প্রতিটি চারার উৎপাদন খরচ (৩.১৩ টাকা থেকে ৫.০ টাকা) বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্পটির মোট ব্যয় (১৭.৪৬%) বৃদ্ধি করে সংশোধিত আকারে ১৫৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩০/৬/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১১। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ :

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৮-২০০৯	১৯.২০	১৯.২০	-	১৯.২০	১৯.২০	১৯.২০	-
২০০৯-২০১০	২৪৯.৮০	২৪৯.৮০	-	২৪৯.৮০	২৪৯.৮০	২৪৯.৮০	-
২০১০-২০১১	৫৩৮.০০	৫৩৮.০০	-	৫৩৮.০০	৫৩৮.০০	৫৩৮.০০	-
২০১১-২০১২	৫১৭.০০	৫১৭.০০	-	৫১৭.০০	৫১৭.০০	৫১৭.০০	-
২০১২-২০১৩	২২৬.০০	২২৬.০০	-	২২৬.০০	২২৫.৮৯	২২৫.৮৯	-
মোট	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০	-	১৫৫০.০০	১৫৪৯.৮৯	১৫৪৯.৮৯	-

১২। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) : প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- সরেজমিন পরিদর্শন (১৪-১৫ আগষ্ট, ২০১৪);
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

১৩। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। জনাব মোঃ জহির হোসেন খন্দকার বন সংরক্ষক	খন্ডকালীন	আগষ্ট ২০০৭ হতে ০২ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত
২। জনাব মোঃ ফারুক হোসেন বন সংরক্ষক	খন্ডকালীন	০২ ডিসেম্বর ২০০৯ হতে ২৫ এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত
৩। জনাব মোঃ লস্কর মুকসেদুর রহমান বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম	খন্ডকালীন	২৫ এপ্রিল ২০১৩ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত।

১৪। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

"বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় বনায়নের মাধ্যমে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর ও নওগাঁ জেলায় বনায়নের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। অপরদিকে বৃহত্তর কুষ্টিয়ার তিনটি জেলায় (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর) প্রকল্পের অধীন বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। রাজশাহী ও কুষ্টিয়া সামাজিক বন বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যে দেখা যায়, অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বনায়ন সম্পন্ন হয়ছে । বনায়ন কাজে স্থানীয় সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ, মেরামত ও পুনর্বাসন, মোটর সাইকেল ও বাই সাইকেল সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রাজশাহী সামাজিক বন বিভাগ কর্তৃক এ প্রকল্পের আওতায় যে ধরণের বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খয়ের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, খয়ের বাগান সৃজন, লাক্ষা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, লাক্ষা বাগান সৃজন, আম বাগান সৃজন, স্ট্রীপ বাগান সৃজন, ও চর বনায়ন।

১৫/৮/২০১৪ তারিখে নওগাঁ ও রাজশাহী জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরজমিন পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখযোগ্য বনায়ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলোঃ

১৪.১। **লাক্ষা বাগান সৃজন :**

কুল, পলাশ বাবলা, ডুমুর গাছ লাক্ষা পোষক (Host plant) গাছ। এসব গাছে লাক্ষা পোকা বিস্তারের মাধ্যমে লাক্ষা বাগান সৃজন করা হয়ে থাকে। লাক্ষা পোষক গাছ থেকে বছরে দুইবার লাক্ষা সংগ্রহ করা হয়। অনুমোদিত ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫ একর জমিতে লাক্ষা প্রদর্শণী প্লট স্থাপন এবং ১ লক্ষ লাক্ষা পোষক গাছে লাক্ষা বাগান সৃজন করা হয়েছে। লাক্ষার উপজাত (by product) হিসাবে চাঁচ/গালা উৎপাদিত হয়। অফিস আদালতে সিল গালা এবং অনেক সরকারী গুরুত্বপূর্ণ দলিল দস্তাবেজ সিল-গালা করতে চাঁচ/গালা ব্যবহৃত হয়। লাক্ষা ব্যবহারে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে লাক্ষা আমদানী করতে হয়। সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তা জানান, এ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে লাক্ষা চাষ করা হয়েছে। লাক্ষা চাষ অনেক সংবেদনশীল বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। অতি বৃষ্টির ফলে পোষক গাছ থেকে লাক্ষা পোকা washout হয়ে যায়। বিষয়টি পুরোপুরি প্রকৃতি নির্ভর বলা যায়। বাংলাদেশ বেতার রীলে ষ্টেশন, কাজলা, রাজশাহীতে সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা যায় পোষক কূল গাছে লাক্ষা চাষ করা হচ্ছে। একই জমিতে সাথি ফসল (Intermediate Crops) হিসাবে আদা হলুদ, মাসকালাইয়ের ডাল চাষ হচ্ছে। ফলে কৃষি জমির যেমন সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে তেমনি নির্বাচিত স্থানীয় সুবিধাভোগী কৃষকগণও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। স্থানীয় কৃষকদের মাঝে লাক্ষা চাষ সম্পর্কে আরও প্রচারণা দরকার। লাক্ষা চাষকে জনপ্রিয় ও লাভজনক করতে হলে অধিকতর গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। উল্লেখ্য, বিদ্যমান চাষাবাদের বাইরে নতুন ধরণের কোন কিছু উৎপাদন করতে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে আগ্রহের অভাব রয়েছে।

*"বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া প্রকল্পের আওতায় বন বিভাগ কর্তৃক
সৃজিত লাক্ষা বাগান,লাক্ষা পোষক (Host plant) কুল গাছ এর কয়েকটি স্থির চিত্র*

১৪.২। **খয়ের বাগান সৃজন :** অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী এ প্রকল্পের অধীনে ৫ একর জমিতে খয়ের প্রদর্শনী প্লট এবং ২ লক্ষ খয়ের চারার বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী খয়ের বাগান সৃজনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নওগাঁ জেলার পাইকপান্দা রেঞ্জ এলাকায় সৃজিত খয়ের বাগান পরিদর্শন করা হয়। বাগানে খয়ের গাছগুলোর বৃদ্ধি বেশ

ভাল দেখা যায়।

খয়ের বাগান

পরিদর্শনকালে, উপস্থিত কর্মকর্তাগণ জানান, খয়ের গাছগুলো গড়ে ৫ ফুট উঁচু এবং আড়াই ফুট বেড় হলে গাছগুলি কর্তন করার উপযোগী হবে। এদিকে রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার সাহাপুর মৌজার ২০০০ খয়ের গাছের ব্লক বাগান পদ্মার ক্রমবর্ধমান ভাঙ্গনে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

১৪.৩। **চর বনায়ন :**

রাজশাহী সামাজিক বন বিভাগ কর্তৃক ২৪৫ হেক্টর চর জমিতে বনায়ন করা হয়েছে। সামাজিক বনায়ন নীতিমালা অনুযায়ী স্থানীয় সুবিধাভোগী নির্বাচনপূর্বক তাদের সাথে চুক্তিপত্র মোতাবেক তাদের সম্পৃক্ত করে চর এলাকায় এ বনায়ন করা হয়েছে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী এবং নওগাঁ জেলার ধামরইরহাট উপজেলায় চর বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনেকালে চর বনায়নে যে সব গাছের চারা দেখা যায়, তার মধ্যে আকাশমনি, বেনজিয়াম, হাইব্রিড, নিম, কড়ই শিশু, বকাইন, জারুল, মেহগনি উল্লেখযোগ্য। পতিত চর জমিতে বর্ণিত বিভিন্ন প্রজাতির গাছের বনায়নের ফলে মাটির ক্ষয়রোধ, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকারের পাখি ও বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে এ বনায়ন কার্যক্রম সহায়ক হচ্ছে। গোদাগাড়ী উপজেলায় পদ্মার চরে যে বনায়ন হয়েছে তা এখন স্থানীয় দর্শনার্থীদের কাছেও উপভোগ্য বিনোদনের স্পট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এ অঞ্চলের বনায়নোত্তর একটি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে তা হলো পদ্মার ভাঙ্গন। বনের যে অংশ ভাঙ্গন কবলিত, তা স্থানীয় সুবিধাভোগী যারা চুক্তিমুলে এ বনের অংশীদার তাদের সহায়তায় সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

ধামইরহাট উপজেলার রসুলবিল মৌজার ২০১০-১১ সনের সৃজিত চর বাগানের অংশ।

১৪.৪। **আম বাগান সৃজন :**

রাজশাহী ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে আম বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন হয়। প্রকল্পের আওতায় ২.৩০ লক্ষ চারার আম বাগান সৃজন করা হয়েছে। আমের কলমের চারা থেকে আম বাগান সৃজন করা হয়েছে। বিগত বছরে এ সব সৃজনকৃত আম বাগান থেকে আমের ফলন হয়েছে। স্থানীয় সুবিধাভোগীগণ বন বিভাগের সাথে চুক্তি মোতাবেক তাদের লভ্যাংশ পেয়েছেন। সরেজমিন পরিদর্শন গিয়ে জানা যায়, রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার সাহাপুর মৌজার পদ্মার চরে ৩০০০ চারার আম বাগান পদ্মার চরে বিলীন হয়েছে ।

ধামইরহাট উপজেলার রামপুরা বাজার হইতে শকুনিয়া চর পর্যন্ত ২০০৯-১০ সনের সৃজিত আম বাগানের অংশ ।

১৪.৫। **স্ট্রীপ বাগান সৃজন :**

ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী বৃহত্তর রাজশাহী এবং কুষ্টিয়া জেলায় মোট ১১২০ কিঃমিঃ স্ট্রীপ বনায়ন করা হয়েছে। রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে এ বনায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। স্ট্রীপ বাগান সৃজনের জন্য যে ধরণের গাছের চারা লাগানো হয়েছে তার মধ্যে আকাশমনি, মেহগনি, ইউকিলিপটাস, দেবদারু, বকাইন, জাম উল্লেখযোগ্য। নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় কয়েকটি বাগান পরিদর্শন করা হয়। কুশপুকুর মৌজার কাউয়াতলী মন্ডব, মঠতলী পর্যন্ত ১০ কিঃমিঃ স্ট্রীপ বাগান পরিদর্শনকালে বাগানের বেশ কিছু স্থানে শুন্যস্থান পরিলক্ষিত হয়। অন্যথায় গাছগুলোর গড় বৃদ্ধি ভাল। পরিদর্শনকালে উপস্থিত সুবিধাভোগী মেহের আলী, মোফাজুল হোসেন, লুৎফর মিয়া, জুলেখা বেগম, মাসুদা প্রমুখদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। তারা বনায়নের বিভিন্ন বিষয়ে তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন । তাছাড়া বন বিভাগের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র বুঝে পাওয়ার বিষয়টি তারা স্বীকার করেন।

ধামইরহাট উপজেলার পিড়লডাঙ্গা মোড় হইতে ধুরইল মৌজার ভাবীর মোড় পর্যন্ত ২০১০-১১ সনের সৃজিত ষ্ট্রীপ (সংযোগ সড়ক) বাগানের অংশ

১৪.৬। **সুবিধাভোগীদের সাথে চুক্তিপত্র :**

প্রকল্পের চুক্তিপত্র অনুযায়ী উপকারভোগী নির্বাচনপূর্বক সামাজিক বনায়ন বিধিমালা/২০০৪ এর বিধি-২৪ এর ভিত্তিতে বন বিভাগের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উপকারভোগীগণ আগাছা বাছাই, দো-ডালা কাটা, ডাল পালা ছাটাই, গাছ চুরি রোধ এবং বাগান রক্ষনাবেক্ষন করবেন এবং এজন্য তারা বনায়ন থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটা অংশ পাবেন। বনায়ন নীতিমালা অনুযায়ী উপকার ভোগী ৫৫%, টি ফার্মিং ফান্ড ১০%, ভুমি মালিক সংস্থা ২০%, বন অধিদপ্তর ১০%, ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা ৫% পাবে। উপকারভোগীদের তালিকা তৈরী করে তা জেলা/উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১৪.৭। **স্থানীয় প্রশিক্ষণ :**

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বনায়নে অংশগ্রহণের জন্য ৩২৩২ জনের প্রশিক্ষণের সংস্থান ছিল। বীজ তলায় চারা তৈরী, বাগান রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে ০৩ (তিন) দিন ব্যাপী মোট ৩২৩২

উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল উপকারভোগী সৃজিত বাগান রক্ষণাবেক্ষণ ও গাছ চুরি রোধে বদ্ধ পরিকর বলে জানা যায়।

১৪.৮। **যানবাহন সংগ্রহ ও প্রচার প্রকাশনা :**

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ০৯টি মোটর সাইকেল এবং ৩৫টি বাইসাইকেল ক্রয়ের সংস্থান ছিল। প্রকল্প মেয়াদে ০৯টি মোটর সাইকেল এবং ৩৫টি বাইসাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত মোটর সাইকেল ও বাইসাইকেল সৃজনকৃত বাগান মনিটরিং কাজে ব্যবহার হচ্ছে বলে জানা যায় । এছাড়া প্রচার প্রকাশনা বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পরিবেশ রক্ষার্থে গাছ লাগানের স্লোগান সম্পর্কিত যে নোটবুক ও সামাজিক বনায়ন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ছাপানো হয়েছে তা দেখানো হয়। প্রচার প্রকাশনার অংশ হিসাবে গেঞ্জি ও ছাতা বিতরণ করা হয়।

১৫। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ :** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্য এবং সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৬। **প্রকল্পের প্রভাব :**

লাক্ষা ও খয়ের প্রদর্শনী প্লট বাগান সৃজন, খয়ের বাগান (২ লক্ষ চারা), লাক্ষা বাগান (১ লক্ষ চারা),আম বাগান (২ লক্ষ ৩০ হাজার চারা) সৃজন ,স্ট্রীপ বাগান (১১২০ কিঃমিঃ) সৃজন ,চর বনায়ন (৪৮০ হেঃ), গালিজ বনায়ন (২০০ কিঃমিঃ) বনায়ন সম্পন্ন হয়েছে। তার মধ্যে গড়ে প্রায় ৮০-৮৫% চারা বর্তমানে জীবিত আছে । স্থানীয় জনগণের মাঝে ১.২৫ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির চারা বিতরণের মাধ্যমে উক্ত কাজে নিয়োজিত জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে মাটির ক্ষয়রোধ ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়নে এ বনায়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করছে । তাছাড়া এ প্রকল্পের বনায়ন থেকে পরিপক্ক বৃক্ষ কর্তনের পর স্থানীয় সুবিধাভোগীগণ কর্তনকৃত বৃক্ষ মূল্যের ৫৫% হারে আর্থিক সুবিধা পেয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হবেন। সর্বোপরি প্রকল্পটি পরিবেশ বান্ধব এবং অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে ।

১৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

পরিকল্পিত	অর্জিত	মন্তব্য
(১) কাঠ, ফলদ, বিলুপ্ত প্রায় এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ রোপণ;	৫ একর খয়ের প্রদর্শনী প্লট, ২ লক্ষ খয়ের চারার বাগান, ৫ একর লাক্ষা প্রদর্শনী প্লট, ১ লক্ষ লাক্ষা চারার বাগান, ২.৩০ লক্ষ চারার আম বাগান সৃজন, স্ট্রীপ বাগান সৃজন, ১১২০ কিঃমিঃ এবং ২৪৫ হেক্টর চর বনায়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে;	প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্য এবং সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় অনুমোদিত ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
(২) লাক্ষা ও খয়ের উৎপাদন কারখানায় কাঁচামাল সরবরাহ এবং এগুলো বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষাকরণ;	সৃজনকৃত লাক্ষা Host Plant থেকে ৬ বছর পর এবং খয়ের গাছ থেকে ১০ বছর পর লাক্ষা ও খয়ের উৎপাদন কারখানায় কাঁচামাল সরবরাহ এবং এগুলো বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা হবে;	
(৩) দারিদ্র্য নিরসনকল্পে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থাকরণ;	ভূমিহীন প্রান্তিক দরিদ্র কৃষকদের বাগানের অংশীদারিত্ব দিয়ে বাগান রক্ষনাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;	
(৪) অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে প্রান্তিক ও পতিত ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার;	প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে পতিত জমি ও চর জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে; এবং	
(৫) স্থানীয় জনগনের মধ্যে বিতরণের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের চারা উত্তোলন।	স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিতরণের জন্য ১.২৫ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের চারা উত্তোলন ও বিতরণ করা হয়েছে।	

১৮। **বাস্তবায়ন সমস্যা :**

১৮.১। লাক্ষা চাষে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে আগ্রহের অভাব রয়েছে;

১৮.২। রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলায় পদ্মায় ভাঙ্গনে সৃজিত আম বাগান, খয়ের বাগান ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে;

১৮.৩। নওগাঁ জেলায় সৃজিত বাগান পরিদর্শনকালে স্থানীয় উপজেলা বন কর্মকর্তা, রেঞ্জ কর্মকর্তা, বিট অফিসার তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা যায় । সুবিধাভোগীর সাথে নিয়মিত বিরতিতে মিটিং এর আয়োজন করার কথা থাকলেও তা করা হচ্ছে না। ফলে বাগান রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচর্চার কাজ ব্যাহত হচ্ছে;

১৮.৪। **স্ট্রীপ বাগানসহ অন্যান্য** বাগানের শুন্যস্থান পূরণ (Gap Filling) সঠিক সময়ে যথাযথভাবে করা হচ্ছে না।

১৯। **সুপারিশ :**

১৯.১। লাক্ষা চাষকে জনপ্রিয় ও লাভজনক করতে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৯.২। রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলায় সৃজিত আম বাগান ও খয়ের বাগান পদ্মার ভাঙ্গান থেকে রক্ষার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৯.৩। নওগাঁ জেলায় প্রকল্পের আওতায় সৃজিত বাগান রক্ষনাবেক্ষণের নিমিত্ত নির্বাচিত উপকারভোগীদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তাদের নিয়মিত সভা সমাবেশের আয়োজন করতে হবে;

১৯.৪। বাগানের শুন্যস্থান পূরণ (Gap Filling) সঠিক সময়ে করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ;

১৯.৫ । বরেন্দ্র অঞ্চলে মাটির ক্ষয়রোধ ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়নের নিমিত্ত বন বিভাগ এর টি ফার্মিং ফান্ডের আওতায় প্রয়োজনীয় বনায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে এবং

১৯.৬ । চর জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ‘চর বনায়ন কার্যক্রম’ সম্প্রসারনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ইন্টিগ্রেটেড প্রোটেক্টেড এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট (আইপেক) নিসর্গ প্রকল্প

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১। প্রকল্পের নাম ঃ ইন্টিগ্রেটেড প্রোটেক্টেড এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট (আইপেক) নিসর্গ প্রকল্প

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বন অধিদপ্তর

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের এলাকা ঃ সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট সদর, টাঙ্গাইল, মধুপুর, ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা, হবিগঞ্জ-হবিগঞ্জ সদর, চট্টগ্রাম-সীতাকুন্ড, লোহাগড়া, বাঁশখালী, কক্সবাজার-চকরিয়া, উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, বাঘাইছড়ি, লংগদু, খুলনা-দাকোপ, বয়রা, বাগেরহাট-মংলা, মোড়লগঞ্জ-সরনখোলা, সাতক্ষিরা-শ্যামনগর।

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬১০৬.৮৮৪	৬১০৬.৮৮৪	৫০৮২.৮৪	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	-	-

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি মোট ৬১০৬.৮৮৪ লক্ষ টাকা (জিওবি) ১৭২০.৯৫৬(ইন কাইন্ড)+USAID'র প্রকল্প সাহায্য ৪৩৮৫.৯২৮) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	কর্মকর্তাদের বেতন (জিওবি ইন কাইন্ড)	জন	৩৮	২০৩.১২	৩৮(১০০%)	২০৩.১২(১০০%)
২।	স্থায়ী জনবল ব্যয় (জিওবি ইন কাইন্ড)	জন	১৮৮	৩৯৯.৯৬	১৮৮(১০০%)	৩৯৯.৯৬(১০০%)
৩।	ভাতা	সংখ্যা	২২৬	৫১৫.৪৭	২২৬(১০০%)	৫১৫.৪৭(১০০%)
৪।	প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ	সংখ্যা	১৫	২২০.০০	১৫(১০০%)	২২০.০০(১০০%)
৫।	সহযোগিতামূলক কর্মসূচী	থোক	থোক	২২০.০০	থোক (১০০%)	২২০.০০(১০০%)
৬।	ভ্রমণ ব্যয়	জন	২২৬	৫০.০০	২২৬ (১০০%)	৫০.০০(১০০%)
৭।	অফিস ভাড়া	থোক	৬৮.০০	৬৮.০০	থোক (১০০%)	৬৮.০০(১০০%)
৮।	ডাক মাসুল	থোক	থোক	২.২০	থোক (১০০%)	১.৪৫(৬৬%)
৯।	টেলিফোন/টেলিগ্রাফ/টেলিপ্রিন্টার	থোক	থোক	৭.৬৪	থোক (১০০%)	৫.৬৪(৭৪%)
১০।	টেলেক্স/ফ্যাক্স	থোক	থোক	৫.৫০	থোক (৯১%)	৫.০০ (৯১%)
১১।	পানি	থোক	থোক	৬.৮৪	থোক (১০০%)	৪.২১ (৬১.৫৪)
১২।	বিদ্যুৎ খরচ	থোক	থোক	২২.৭৫	থোক (৮৭.২৫)	১৯.৮৫ (৮৭.২৫)
১৩।	গ্যাস এবং ফুয়েল	থোক	থোক	৪.৭৬	থোক (২১.২১%)	১.০১ (২১.২১%)
১৪।	পেট্রোল/লুব্রিক্যান্ট	থোক	থোক	৪৪.০০	থোক (৭২%)	৩১.৫০ (৭১.৫৯%)
১৫।	স্টেশনারী,সীল,ষ্ট্যাম্প	থোক	থোক	২৮.০০	থোক (৮১%)	২২.৭৬ (৮১%)
১৬।	বই এবং সংবাদপত্র	থোক	থোক	৭.০০	থোক (৭৫%)	৫.২৪ (৭৫%)
১৭।	অডিও/ভিডিও ফিল্ম	থোক	থোক	৪৫.২০	থোক(১০০%)	৪৫.২০(১০০%)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৮।	কমিউনিকেশন এন্ড এ্যাডভেটাইজমেন্ট	থোক	থোক	৭৯.০০	থোক(৯৭%)	৭৬.৪৪(৯৭%)
১৯।	প্রচার ও প্রকাশনা	থোক	থোক	৮.০০	থোক (৭৬%)	৬.০৪ (৭৬%)
২০।	ইউনিফর্ম	জন	৭৭৫	২১.৩০	৭৭৫ (১০০%)	২১.৩০ (১০০%)
২১।	গাড়ীভাড়া	থোক	থোক	৩২.৪০	থোক (১০০%)	৩২.৪০ (১০০%)
২২।	ফেরি/টোল/ট্যাক্স	থোক	থোক	৫.৫২	থোক (১০০%)	৫.৫২ (১০০%)
২৩।	পরিচ্ছন্নতা	থোক	থোক	৪.১৬	থোক (৭৪%)	৩.০৬ (৭৪%)
২৪।	সম্মানী ভাতা	থোক	থোক	১০.০০	থোক (১০০%)	১০.০০ (১০০%)
২৫।	সার্ভে	থোক	থোক	১২.০০	থোক (১০০%)	১২.০০ (১০০%)
২৬।	ফটোকপি বাবদ খরচ	থোক	৭.০০	থোক	থোক (১০০%)	৭.০০ (১০০%)
২৭।	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	খোক	থোক	৬.০০	থোক (১০০%)	৬.০০ (১০০%)
২৮।	অনুষ্ঠান উৎযাপন	থোক	থোক	১৭.৫০	থোক (১০০%)	১২.৩০ (১০০%)
২৯।	কমিটির মিটিং ব্যয়	সংখ্যা	১০টি	৩০.১৭	১০ (১০০%)	৩০.১৭ (১০০%)
৩০।	অন্যান্য (৮টি সিএমসি-কে সহায়তা প্রদান)	সংখ্যা	৮টি	১৪.০০	১৪ (১০০%)	১৪.০০ (১০০%)
৩১।	অন্যান্য (স্থানীয় জনগণ/সুবিধাভোগীদের সহায়তা)	থোক	থোক	৪৮.০০	থোক (১০০%)	৪৮.০০ (১০০%)
৩২।	অন্যান্য (বিবিধ প্রজেক্ট ইনপুট)	থোক	থোক	৭.৪৯	থোক (৬৯%)	৫.১৪ (৬৯%)
৩৩।	সহ ব্যবস্থাপনার উপর প্রায়োগিক গবেষণা	জন	১৪জন	১৮.৭৮	৬৮ (৪৮৬%)	১৮.৭৮ (১০০%)
৩৪।	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	জন	৫৮৬৩জন	২৫২.২৭	৫৮৬৩(১০০%)	২৫২.২৭(১০০%)
৩৫।	বিদেশ প্রশিক্ষণ	জন	৫৪জন	৯৭.৩৫	৫৪ (১০০%)	৮৯.৮৭ (৯২%)
৩৬।	ওয়ার্কশপ/সেমিনার	সংখ্যা	৯৯টি	৫৫.০০	৯৯ (১০০%)	৫৫.০০ (১০০%)
৩৭।	বিদেশী পরামর্শক সেবা	জনমাস	৫৭	৬৪৮.৪২	৫৭ (১০০%)	৬৪৮.৪২ (১০০%)
৩৮।	স্থানীয় পরামর্শক সেবা	জনমাস	২০৭১	৮১০.৭১	২০৭১ (১০০%)	৮১০.৭১ (১০০%)
৩৯।	টিএ টিমকে সহায়তা প্রদানকারী প্রজেক্ট পার্সোনাল	জনমাস	৯৪৮	৪৫৬.৯৬	৯৪৮ (১০০%)	৪৫২.৪২ (১০০%)
৪০।	যানবাহন	থোক	থোক	১২.১৬	থোক (১০০%)	১০.১৬(১০০%)
৪১।	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৩.০৬	থোক (৮২%)	২.৫০ (৮২%)
৪২।	কম্পিউটার ও অফিস এক্সেসরিজ	থোক	থোক	৪.৪৯	থোক (৭১%)	৩.২০ (৭১%)
৪৩।	ইকুইপমেন্ট এক্সেসরিজ	থোক	থোক	৪.০০	থোক (৭৫%)	৩.০০ (৭৫%)
৪৪।	অফিস বিল্ডিং	থোক	থোক	৪.৩২	থোক (১০০%)	৪.৩২ (১০০%)
৪৫।	আবাসিক ভবন	থোক	থোক	৫.০০	থোক (৩৮%)	১.৯০ (৩৮%)
৪৬।	অন্যান্য ভবন	থোক	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৪৭।	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	থোক	থোক	৫.০০	থোক (৮০%)	৪.০০ (৮০%)
৪৮।	অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	থোক	থোক	৫০.০০	থোক (১০০%)	৫০.০০ (১০০%)
৪৯।	জিওবি ইন কাইন্ড		-	৫০৭.৪৫	০.০০	৫০৭.৪৫ (১০০%)
৫০।	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	১৫টি	১৫.০০	০.০০	০.০০
৫১।	কেবিন ক্রুজার	সংখ্যা	১টি	১০.০০	০.০০	০.০০
৫২।	দেশী নৌকা	সংখ্যা	১টি	১.০০	০.০০	০.০০
৫৩।	ডিজিটাল ক্যামেরা	সংখ্যা	২	১.১৬	২ (১০০%)	১.১৬ (১০০%)
৫৪।	আইপিএস	সংখ্যা	৩	১.৭৪	০.০০	০.০০
৫৫।	জেনারেটর	সংখ্যা	৬	২.৩৭	১(১৬%)	০.৩৯ (১৬%)
৫৬।	টিভি	সংখ্যা	২	০.৯০	২ (১০০%)	০.৯০ (১০০%)
৫৭।	ডিভিডি/ভিসিডি প্লেয়ার	সংখ্যা	২	০.২৩	২ (১০০%)	০.২৩ (১০০%)
৫৮।	মাল্টিমিডিয়া, স্ক্রীণ	সংখ্যা	২	৩.৫০	১(৫০%)	১.৭৫ (৫০%)
৫৯।	ওভার হেড প্রজেক্টর এন্ড স্ক্রীন	সংখ্যা	১	০.৮০	০.০০	০.০০

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৬০।	ফটোকপিয়ার (হেভী ডিউটি)	সংখ্যা	১০	২২.৫০	৩ (৩০%)	৫.০০ (২২%)
৬১।	ফটোকপিয়ার (ডেস্ক টপ)	সংখ্যা	১	২.৫০	১ (১০০%)	২.৫০ (১০০%)
৬২।	এসি (Split)	সংখ্যা	২	২.৮০	২ (১০০%)	২.৮০ (১০০%)
৬৩।	স্ক্যানার	সংখ্যা	২	০.৮২	২ (১০০%)	০.৮২(১০০%)
৬৪।	ফ্যাক্স	সংখ্যা	৪	১.০০	১ (২৫%)	০.২৫ (২৫%)
৬৫।	কম্পিউটার ডেস্ক টপ (ডিপিএ অংশ)	সংখ্যা	১১	১১.০০	১১ (১০০%)	১১.০০(১০০%)
৬৬।	কম্পিউটার ডেস্ক টপ (আরপিএ অংশ)	সংখ্যা	৫	৩.৫০	০.০০	০.০০
৬৭।	কম্পিউটার ল্যাপটপ	সংখ্যা	৪	৫.১৪	৩ (৭৫%)	৩.৮৫ (২৫%)
৬৮।	প্রিন্টার কালার (লেজার)	সংখ্যা	৮	৫.২০	৮ (১০০%)	৫.২০ (১০০%)
৬৯।	প্রিন্টার লেজার	সংখ্যা	৫	২.০০		০.০০
৭০।	প্রিন্টার (ইংজেট সাদা কালো)	সংখ্যা	১০	০.৭৫	১০ (১০০%)	০.৭৫ (১০০%)
৭১।	সার্ভার	সংখ্যা	১	৩.১৫	১ (১০০%)	৩.১৫ (১০০%)
৭২।	সার্ভারের জন্য ইউপিএস (হেভী ডিউটি)	সংখ্যা	১	০.৬০	১ (১০০%)	০.৬০ (১০০%)
৭৩।	কম্পিউটারের জন্য ইউপিএস	সংখ্যা	২০	১.৯০	১৬ (৮০%)	১.৪২ (৭৫%)
৭৪।	অপারেটিং এবং অন্যান্য সফটওয়্যার	থোক	থোক	৪.১৫	থোক (৯৫%)	২.৯০ (৯৫%)
৭৫।	এআরসিজিআইএস ভারসন থেকে ৯.৩ সাথে ৩ ইউজার রিমস ইউনিটের জন্য ৩ ইউনিট	থোক	থোক	৩.৬৭	থোক (১০০%)	৩.৪৭ (১০০%)
৭৬।	আরডিএস ইমেজ ভার্সন	থোক	থোক	২.০০	থোক (১০০%)	২.০০ (১০০%)
৭৭।	অফিস এক্সসরিজ	থোক	থোক	১৪.১৫	থোক (১০০%)	৪.১৯ (১০০%)
৭৮।	আসবাবপত্র	থোক	থোক	২১.১৫	থোক (২৭%)	৫.৬৮ (২৭%)
৭৯।	প্রকল্প পরিচালকের অফিসের জন্য টেলিযোগাযোগ স্থাপন	থোক	থোক	০.১৬	থোক	০.০০
৮০।	নতুন বনায়ন	হেঃ	৬১০	২৫৬.৬৮	০.০০	০.০০
৮১।	বন্য প্রাণীর আবাসভূমি পুনরুদ্ধার	হেঃ	২০০	১৫.০০	০.০০	০.০০
৮২।	রক্ষণাবেক্ষণ	হেঃ	৬১০	৯৮.০৪	০.০০	০.০০
৮৩।	নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পে সৃজিত পুরাতন বন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১৩০৮	১১৪.১৯	০.০০	০.০০
৮৪।	অন্যান্য	থোক	৭.৮৭	থোক	থোক (১২%)	০.৯৬ (১২%)
৮৫।	অফিস ভবন (পার্ক অফিস/এসিএফ অফিস)	বঃ মিঃ	৫০০	৬৫.০০	০.০০	০.০০
৮৬।	আবাসিক ভবন (স্টাফ ব্যারাক)	বঃমিঃ	৯০০	১১৭.০০	০.০০	০.০০
৮৭।	আবাসিক ভবন (৪র্থ শ্রেনীর জন্য ব্যারাক)	বঃমিঃ	৯০	১১.৭০	০.০০	০.০০
৮৮।	অন্যান্য ভবন এবং অবকাঠামো (ওয়াস রুম)	সংখ্যা	২২	৯.০০	০.০০	০.০০
৮৯।	অন্যান্য ভবন এবং অবকাঠামো (টিকেট)	প্রয়োজনে	-	৩.০০	০.০০	০.০০
৯০।	অন্যান্য ভবন এবং অবকাঠামো	প্রয়োজনে	-	১০.০০	০.০০	০.০০
৯১।	সড়ক	প্রয়োজনে	-	৯.০০	০.০০	০.০০
৯২।	ওয়াটার সাপ্লাই/ডিপ টিউবওয়েল	প্রয়োজনে	-	২৫.০০	০.০০	**০.০০**
৯৩।	বিদ্যুৎ	প্রয়োজনে	-	১৭.৫০	০.০০	**০.০০**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৯৪।	সোলার প্যানেল	সংখ্যা	১৮	৯.৯০	০.০০	০.০০
৯৫।	ফটক	সংখ্যা	৬	৯.০০	০.০০	০.০০
৯৬।	পিকনিক স্পট	সংখ্যা	১১	২২.০০	০.০০	০.০০
৯৭।	গোলঘড়	সংখ্যা	৬	৯.০০	০.০০	০.০০
৯৮।	ওয়াটার ট্যাংক	প্রয়োজনে	-	৫.০০	০.০০	**০.০০**
৯৯।	বন্যপ্রাণীর জন্য ওয়াটার হোল	প্রয়োজনে	-	২.৫০	০.০০	**০.০০**
১০০।	পন্ড স্যান্ড ফিল্টার	সংখ্যা	৬	৯.০০	০.০০	**০.০০**
১০১।	ফেয়ার ওয়েদার রোড/রোড/ফুড ট্রেইল/ফেলিং	প্রয়োজনে	-	৭.৩১	০.০০	**০.০০**
১০২।	পুকুর/লেক খনন	প্রয়োজনে	-	৩.০০	০.০০	**০.০০**
১০৩।	পুকুর/লেক পুনঃখনন	প্রয়োজনে	-	২.০০	০.০০	**০.০০**
১০৪।	বাংলো সংস্কার	প্রয়োজনে	-	৩.০০	০.০০	**০.০০**
১০৫।	পুরাতন ভবন সংস্কার	প্রয়োজনে	-	২.৪৩	০.০০	**০.০০**
১০৬।	ফেন্সিং	প্রয়োজনে	-	৫.০০	০.০০	**০.০০**
১০৭।	টুরিস্টদের জন্য সুবিধাদি	প্রয়োজনে	-	১১.০০	০.০০	**০.০০**
১০৮।	জেটি (সুন্দরবন)	প্রয়োজনে	-	৫.০০	০.০০	**০.০০**
১০৯।	সিডি ভ্যাট	-	-	৪.৮৭	০.০০	**০.০০**
	সর্বমোট	-	-	৬১০৬.৮৮		**৫০৮২.৮৪** (৮৩%)

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, RPA বরাদ্দ না পাওয়াই ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্ন করা যায়নি।

৯। **প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রমঃ**

৯.১। **প্রকল্প গ্রহণের পটভূমিঃ** বাংলাদেশের উন্মুক্ত জলাশয় ও উষ্ণ মন্ডলীয় বনভূমির উন্নতর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে Strategic Objective Grand Agreement (SOAG) শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ বন বিভাগ নিয়ন্ত্রণাধীন রক্ষিত এলাকা(Protected Area) ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে এসব এলাকার প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্রকে আগামী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে বন বিভাগ কর্তৃক "নিসর্গ সহায়তা" শীর্ষক একটি বিনিয়োগ প্রকল্প জুলাই ২০০৪ থেকে জুন ২০০৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় ইউএসএইড এর আর্থিক অনুদানে দেশের ৬(ছয়)টি রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বন বিভাগ এবং স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে একটি সহ ব্যবস্থাপনা মডেল প্রণয়ন করা হয়। রক্ষিত এলাকার উন্নত ব্যবস্থাপনা ও দর্শনার্থীদের/পর্যটকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

SOAG চুক্তির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার ও US AID এর মধ্যে বিগত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখে Program Objective Grant Agreement (PROAG) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। PROAG চুক্তির আলোকে ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে গৃহীত Integrated Protected Area Co-management (IPAC) শীর্ষক কর্মসূচীর আওতায় ১ম বছর একটি TPP (অক্টোবর ২০০৮-জুন, ২০০৯) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ও বাস্তবায়িত হয়। উক্ত TPP'র আওতায় বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস অধিদপ্তরের জন্য পৃথকভাবে তিনটি ৪ বছর মেয়াদী বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। বন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৮ (আঠার) টি রক্ষিত এলাকা নিয়ে বৃহৎ পরিসরে "Integrated Protected Area Co-management (IPAC)-Nishorgo" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

৯.২। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো রক্ষিত এলাকার জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমন্বিত সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং এর বিস্তার লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(ক) রক্ষিত এলাকার (Protected Area) সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কৌশলপত্র প্রণয়ন যা প্রতিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সকল রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য;

(খ) জলবায়ু পরিবর্তনের উপশমমূলক ও অভিযোজনমূলক প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ ;

(গ) রক্ষিত এলাকায়(Protected Area) সহ-ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এবং প্রতিষ্ঠানের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

(ঘ) বর্তমানে সহ-ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত নয় এমন রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত করা যাতে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সহ-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুফল পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে;

(ঙ) রক্ষিত এলাকায়(Protected Area) অবস্থা যা রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা এবং পর্যটকদের উন্নত সেবা প্রদানে সহায়তা করবে ; এবং

(চ) বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন বাস্তবায়ন।

৯.৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ১১টি Co-management Committee গঠন ও ৮টি বিদ্যমান Co-management Committee শক্তিশালীকরণ;
- ৬১০ হেক্টর বনায়ন, ২০০ হেক্টর বনভূমি পুনরুদ্ধার এবং ১৯১৮ হেক্টর নতুন ও পুরাতন বন রক্ষণাবেক্ষণ ;
- ৫৭ জনমাস বিদেশী পরামর্শক ও ২০৭১ জনমাস স্থানীয় পরামর্শক সেবা;
- ৫৮৬৩ জনের স্থানীয় প্রশিক্ষণ, ৫৪ জনের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ৯১টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার;
- ৯৯০ বর্গ মিটার স্টাফ ব্যারাক এবং ৫০০ বর্গ মিটার অফিস ভবন নির্মাণ এবং
- ৩০ জনকে সহ-ব্যবস্থাপনার উপর প্রায়োগিক গবেষণার সুযোগ প্রদান।

৯.৪। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ প্রকল্পটি ০৮/৬/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক কর্তৃক মোট ৬১০৬.৮৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (জিওবি ১৭২০.৯৫৬০ লক্ষ, প্রকল্প সাহায্য ৪৩৮৫.৯২৮০ লক্ষ) জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৯/১০/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পবিশ-৪/১৭৭/আইপ্যাক/২০০৯/(অংশ-১)/২৮৬ স্মারকে প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

৯.৫। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			টাকা অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০১০-২০১১	১৯৩৬.৫০	৩১.৩৮	১৯০৫.১২	১৯৩৬.৫০	১৯৩৬.৫০	৩১.৩৮	১৯০৫.১২
২০১১-২০১২	৯১৮.০০	০.০০	৯১৮.০০	৯১৮.০০	৯১৮.০০	০.০০	৯১৮.০০
২০১২-২০১৩	৬০৯.৮০	০.০০	৬০৯.৮০	৬০৯.৮০	৬০২.৩৩	০.০০	৬০২.৩৩
মোট	৩৪৬৪.৩০	৩১.৩৮	৩৪৩২.৯২	৩৪৬৪.৩০	৩৪৫৬.৮৩	৩১.৩৮	৩৪২৫.৪৫

৯.৬। <u>মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)</u> ঃ_ প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য ২৩/১০/১৪ তারিখে সরেজমিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

৯.৭।　প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। জনাব ইশতিয়াক উদ্দীন আহমদ প্রধান বন সংরক্ষক	খন্ডকালীন	১৯/১০/২০১০ হতে ৩০/১২/২০১০ পর্যন্ত
২। জনাব মোঃ ইউনুস আলী উপ প্রধান বন সংরক্ষক (পরিকল্পনা) ও প্রধান বন সংরক্ষক	খন্ডকালীন	৩০/১২/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ পর্যন্ত।

১০।　**সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

১০.১　ইন্টিগ্রেটেড প্রোটেক্টেড এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট (আইপেক) নিসর্গ প্রকল্পটি দাতা সংস্থা United States Agency for International Development (USAID) এর অনুদানে বাস্তবায়িত হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নকারী সংস্থা বন অধিদপ্তর কর্তৃক Reimbursable project Aid (RPA) এর অংশ প্রকল্পের ইন কাইন্ড হিসেবে ব্যয় বন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্বাহ করা হয়েছে। যার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগীয় বন কার্যালয়ে ষ্টেশনারী, প্রচার প্রকাশনা, বৃক্ষ মেলার আয়োজন বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া এ প্রকল্প থেকে বন অধিদপ্তর থেকে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ সম্পাদন করা হয়নি বলে জানা যায়।ডিপিএ অংশের খরচ দাতা সংস্থা কর্তৃক করা হয়। বন অধিদপ্তরে ডিপিএ অংশের খরচের কোন তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ/প্রেরণ করা হয় না। প্রকল্প সমাপ্তির পর মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে পিসিআর প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিকবার যোগাযোগ করা হয়। পরিকল্পনা শৃংখলা অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির ০৩(তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ বিভাগের প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পটির পিসিআর প্রেরণের ক্ষেত্রে ০১(এক) বছর বিলম্ব করা হয়েছে। এ বিভাগ থেকে সচিব মহোদয় কর্তৃক আধা সরকারী পত্র প্রেরণের পর এ বিভাগে পিসিআর প্রেরণ করা হয়। পিসিআরের অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিবরণী ডিপিএ অংশ থেকে করা হয়েছে যার খরচ হিসাব বন অধিদপ্তরের কাছে নেই। USAID এর নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান IRG এর মাধ্যমে কিছু এনজিও Protected Area (PA) গুলোতে গ্রাম সংরক্ষণ দল (VCF), Peoples Forum, সহ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সহ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠণের মাধ্যমে PA এলাকাগুলোতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১০.২　বেসরকারী প্রতিষ্ঠান Center for Natural Resource Studies (CNRS) কর্তৃক সিলেট বন বিভাগ ও মৌলভীবাজার বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের অধীনে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কিছু কাজের বর্ণনা দেয়া হলোঃ

(ক)　সচেতনতা মূলক কার্যক্রম:

জাতীয়ভাবে সংরক্ষিত বন এলাকাগুলেতে পরিবেশ /প্রতিবেশ এলাকা রক্ষার্থে কিছু সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এসব কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অবৈধভাবে বনের গাছ কাটা রোধ, কয়লা উৎপাদনে গাছ পোড়ানো বন্ধ ও পাখি শিকার বন্ধে মাইকিং করা। অংশগ্রহণমূলক পাখি জরিপ প্রশিক্ষণ ও ৫ জন স্থানীয় পাখি পর্যবেক্ষক তৈরী এবং নিয়মিত পাখি জরিপ করা। ১৩ জন গ্রাম সংরক্ষণ দল (VCF) সদস্যকে ইকো-ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ প্রদান। ১৫ জন গ্রাম সংরক্ষণ দল (VCF) সদস্যকে উন্নত চুলার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান। পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা স্থাপনে দরিদ্র উপকারভোগিদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ১৮২ টি চুলা স্থাপন করা হয়েছে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে

চিত্র-১ সিএমসি কর্তৃক পরিবেশ দিবসের র‍্যালি

চিত্র-২ খাদিমনগর জাতীয় উদ্যানের প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড

বিভিন্ন দিবস যেমন; বিশ্ব ধরিত্রী দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, জীব-বৈচিত্র্য দিবস, সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। স্কুল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং গণসচেতনতামূলক পথ নাটক প্রদর্শণীর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে বনজ উদ্ভিদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

(খ) বন নির্ভর দরিদ্র উপকারভোগিদের বিকল্প আয়বর্ধক কাজে সহায়তা প্রদান:

নির্বাচিত এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, বনের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বনজ সম্পদ রক্ষার্থে স্থানীয় দরিদ্র উপকারভোগীদের মধ্যে আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছেঃ

চিত্র-৩(আদা, আলুবীজ)

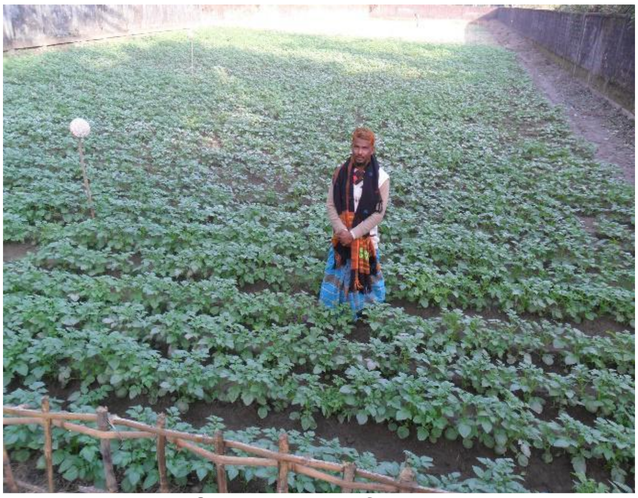

চিত্র-৪ (চাষকৃত আলুবীজ)

- ১৬১টি পরিবারকে শীতকালীন সবজি চাষে উপকরণ সহায়তা প্রদান;
- ৫৭০টি পরিবারকে বিকল্প আয়বর্ধক কাজে কৃষি ও মৎস্য উপকরণ সহায়তা প্রদান;
- ৩০জন উপকারভোগিকে মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপকরণ সহায়তা প্রদান;
- বহরকলোণী গ্রামে ১টি ইদারা (পানির কুপ) পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

(গ) পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধাদি:

রক্ষিত বন এলাকাগুলোতে পর্যটনের আগমন ঘটে থাকে। বেশি বেশি পর্যটক আকৃষ্ট করতে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

- খাদিমনগর জাতীয় উদ্যানে পর্যটক ভ্রমণের জন্য ২টি ট্রেইল প্রতিষ্ঠা, ট্রেইল ম্যাপস্থাপন এবং ট্রেইল বুশিয়ার তৈরী করা;

চিত্র-৫ ইকো গোলঘর

- ২টি ইকো গোলঘর তৈরী; ৫টি পাকা বেঞ্চ ও ৫টি ডাস্টবিন স্থাপন করা;
- সি এম সি অফিস ঘর নির্মাণ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ (চেয়ার, টেবিল, আলমিরা, ডিসপ্লে বোর্ড)
- ২টি লেট্রিন নির্মাণ করা
- বিভিন্ন ধরনের ১০টি সাইনবোর্ড স্থাপন করা।

চিত্র-৬ পর্যটকদল

(ঘ) জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ:

সংরক্ষিত এলাকাগুলোতে জীব বৈচিত্র্য সংক্ষণে কিছু কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পাখি শিকার, বন্যপ্রাণী শিকার বন্ধে সংরক্ষিত এলাকায় নিয়োজিত বন পাহাড়াদারদের তৎপরতা রয়েছে। সিলেট ও মৌলভী বাজারের রক্ষিত বন

এলাকায় সচরাচর যে সব সমস্ত প্রাণি দেখা যায় তাদের মধ্যে –দোয়েল, ময়না, শ্যামা, কাক, কোকিল, টিয়া, কাঠঠোকরা, মাছরাঙ্গা, চিল, ঘুঘু, বক, টুনটুনি, চড়ুই, বুলবুলি, বন মোরগ, মথুরা, শালিক, বানর, হনুমান, শিয়াল, বন বিড়াল, বেজি, কাঠ বিড়াল, ইদুর, খরগোস, মেছো বাঘ, বিভিন্ন ধরণের সাপ যেমন- অজগর, দারাইশ, উলুপুড়া, চন্দ্রবুড়া, আলদ উল্লেখযোগ্য বলে স্থানীয় বন বিভাগের কর্মকর্তারা জানান। তাছাড়া এ বনাঞ্চলে যেসব বৃক্ষরাজি রয়েছে তার মধ্যে সেগুন, ঢাকি জাম, গর্জণ, চম্পা ফুল, চিকরাশি, চাপালিশ, মেহগিনি, শিমুল, চন্দন, জারুল, আম, জাম, কাউ, লটকন, বন বড়ই, জাওয়া, কাইমূলা, গুল্লি, পিতরাজ, বট, আমলকি, হরিতকি, বহেড়া, মান্দা, পারুয়া, মিনজিরি, অর্জুন, একাশিয়া, বাঁশ (জাইবাশ, বেতুয়া বাঁশ, চা বাঁশ, পারুয়া বাঁশ) এবং বেত (তাল্লাবেত, জালিবেত) উল্লেখযোগ্য।

১০.৩। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Co Management Council) গঠন ও তার কার্যক্রম

রক্ষিত তৎসংলগ্ন এলাকার অর্ন্তভুক্ত স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের পূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আশেপাশের এলাকা ব্যবস্থনাপনার্থে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির উল্লেখযোগ্য কাজঃ

চিত্র-৭ সিএমসি'র সাথে মতবিনিময় সভা

- স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দকে রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম তত্বাবধানে সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা;
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
- রক্ষিত ও তার আশপাশের এলাকার জন্য গৃহীত মনিটরিং ও মূল্যায়ন;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান;
- রক্ষিত এলাকা হতে উৎপাদিত এবং প্রাপ্ত পণ্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট এলাকা ব্যবস্থাপনায় জড়িত অংশীদারদের মধ্যে বিতরণের জন্য নীতি নির্ধারণ ও পরামর্শ প্রদান;
- সহ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কিংবা ব্যবস্থা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন দ্বন্ধ বা বিবাদ দেখা দিলে তা নিরসনে কাযৃকরী ভূমিকা পালন;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা নিশ্চিত করা;
- বার্ষিক সাধারণ সভাসহ কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

১০.৪। সহ ব্যবস্থাপনা কমিটি (Co Management Committee) গঠন ও তাদের কার্যক্রমঃ

সংরক্ষিত এলাকায় (Protected Area) ২১(একুশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি সহ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। ৫১ সদস্য বিশিষ্ট সহ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল থেকে এই ২১ জনকে নির্বাচন করে সহ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। সংরক্ষিত এলাকায় (Protected Area) তে এ কমিটি নিম্নরূপ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেঃ

- রক্ষিত এলাকার (Protected Area) দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্বাবধান করা;
- রক্ষিত এলাকার (Protected Area) বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং পরিকল্পিত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল Mobilization এর ব্যবস্থা করা;
- রক্ষিত এলাকা(Protected Area) ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্বাবধান করা;
- সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় চুক্তির মাধ্যমে কোন কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক সম্পাদন নিশ্চিত করা;
- বন বিভাগের কার্যাদি পরিচালনায় পিপলস ফোরামের সহযোগিতায় রক্ষিত এলাকার সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী হতে শ্রমিক নিয়োগ করে তা বাস্তবায়ন করা;
- রক্ষিত এলাকায় (Protected Area) সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় রাজস্ব আহরণ ও অর্থায়ন ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১২। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় RPA অংশের বরাদ্দ না পাওয়ায় কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি।

১৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত	মন্তব্য
রক্ষিত এলাকার(Protected Area)সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কৌশলপত্র প্রণয়ন যা প্রতিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সকল রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য;	প্রতিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সকল রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।	প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা, সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, RPA বরাদ্দ না পাওয়াই ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বন অধিদপ্তর কর্তৃক কিছু কাজ সম্পন্ন হয়নি।
জলবায়ু পরিবর্তনের উপশমমূলক ও অভিযোজনমূলক প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ ;	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপশমমূলক ও অভিযোজনমূলক প্রাসঙ্গিক বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে;	
রক্ষিত এলাকায় (Protected Area) সহ-ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এবং প্রতিষ্ঠানের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা;	রক্ষিত এলাকায়(Protected Area) সহ-ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার এবং প্রতিষ্ঠানের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;	
বর্তমানে সহ-ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত নয় এমন রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত করা যাতে সহ- ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং সহ-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুফল পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে;	সহ-ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত নয় এমন রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত করা হয়েছে;	
রক্ষিত এলাকায়(Protected Area) অবস্থান যা রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা এবং পর্যটকদের উন্নত সেবা প্রদানে সহায়তা করবে ; এবং	রক্ষিত এলাকায়(Protected Area) পর্যটকদের উন্নত সেবা প্রদানের সহায়তা নিমিত্ত কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে;	
বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন হয়েছে।	

১৫। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

১৫.১। প্রকল্পের আওতায় Reimbursable Project Aid বাবদ ৯৫২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও দাতা সংস্থা কর্তৃক কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি। বন অধিদপ্তর RPA অর্থ না পাওয়াই প্রকল্পের আওতায় কিছু কাজ বাস্তবায়ন করতে পারেনি;

১৫.২। দাতা সংস্থা USAID কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান International Resources Group (IRG) এর যে সব NGO দ্বারা প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে, সরকারী দপ্তর অর্থাৎ বন বিভাগ কর্তৃক তা নিয়মিত মনিটরিং হচ্ছে না; এবং

১৫.৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক PCR প্রেরণে ০১(এক) বছর বিলম্ব হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী করা সম্ভব হয়নি।

বাস্তবায়নোত্তর সমস্যাঃ

১৫.৪। প্রকল্পটি দাতা সংস্থার সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গঠিত বিভিন্ন কমিটি ও অন্যান্য সৃষ্ট সুবিধাদি কিভাবে পরিচালনা করবে বন অধিদপ্তর সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারছে না।

১৬। <u>সুপারিশঃ</u>

১৬.১। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী দাতা সংস্থা কর্তৃক সময়মত আরপিএ অংশ অবমুক্ত করার বিষয়ে ইআরডি ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এতে প্রকল্প নির্বিঘ্নে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে;

১৬.২। বন বিভাগের সংরক্ষিত বন এলাকায় যে সমস্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে তা বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিবীড় মনিটরিং করতে হবে;

১৬.৩। প্রকল্প সমাপ্তির ০৩(তিন) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ বিভাগে প্রেরণে সচেষ্ট থাকতে হবে; এবং

১৬.৪। প্রকল্পের আওতায় গঠিত বিভিন্ন কমিটি ও অন্যান্য সৃষ্ট সুবিধাদি কিভাবে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে বন অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।